সম্প্রীতি কল্যাণ সমৃদ্ধি

শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি, ঢাকা

“শিউকস”

গঠনতন্ত্র

Scanned with CamScanner

সূচিপত্র

ধারার সংখ্যা ঃ	ধারার বিষয় ঃ	পৃষ্ঠা নং ঃ
***	ভূমিকা	***
ধারা-০১	সমিতির নাম	পৃষ্ঠা-১
ধারা-০২	সমিতির কার্যলয়	পৃষ্ঠা-১
ধারা-০৩	সমিতির কর্ম-পরিধি	পৃষ্ঠা-১
ধারা-০৪	সমিতির ধরন	পৃষ্ঠা-১
ধারা-০৫	সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	পৃষ্ঠা-১
ধারা-০৬	সদস্যপদ লাভ	পৃষ্ঠা-২
ধারা-০৭	সদস্যপদ লাভের পদ্ধতি	পৃষ্ঠা-৩
ধারা-০৮	সদস্যপদ স্থগিত ও বাতিল	পৃষ্ঠা-৪
ধারা-০৯	সদস্যপদ বাতিলের পদ্ধতি	পৃষ্ঠা-৪
ধারা-১০	সদস্যপদ পুর্ণবহাল	পৃষ্ঠা-৪
ধারা-১১	সমিতির সাংগঠনিক কাঠামো	পৃষ্ঠা-৪
ধারা-১২	অভিষেক ও দ্বায়িত্ব গ্রহনঅনুষ্ঠান	পৃষ্ঠা-৫
ধারা-১৩	কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল	পৃষ্ঠা-৫
ধারা-১৪	সমিতির কার্যাদি পরিচালনা	পৃষ্ঠা-৫
ধারা-১৫	সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী	পৃষ্ঠা-৬
ধারা-১৬	কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী	পৃষ্ঠা-৬

Scanned with CamScanner

ধারা-১৭	উপদেষ্টাপরিষদ	পৃষ্ঠা-৬
ধারা-১৮	সভাপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী	পৃষ্ঠা-৭
ধারা-১৯	সিনিয়রসহ-সভাপতি, সহ- সভাপতি, ও সহ-সভাপতি (মহিলা)র ক্ষমতা ও কার্যাবলী	পৃষ্ঠা-৭
ধারা-২০	সাধারণ সম্পদকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী	পৃষ্ঠা-৮
ধারা-২১	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী	পৃষ্ঠা-৮
ধারা-২২	কোষাধ্যক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী	পৃষ্ঠা-৮
ধারা-২৩	দপ্তর সম্পাদকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী	পৃষ্ঠা-৯
ধারা-২৪	সাংগঠনিক সম্পাদকের কার্যাবলী	পৃষ্ঠা-৯
ধারা-২৫	প্রচারও জনসংযোগ সম্পাদকের কার্যাবলী	পৃষ্ঠা-১০
ধারা- ২৬	ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতি সম্পাদকের কার্যাবলী	পৃষ্ঠা-১০
আরা-২৭	সমাজকল্যাণ সম্পাদকের কার্যাবলী	পৃষ্ঠা-১০
ধারা-২৮	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সম্পাদকের কার্যাবলী	পৃষ্ঠা-১০
ধারা-২৯	মহিলা ও শিশুবিষয়ক সম্পাদকের কার্যাবলী	পৃষ্ঠা-১১
ধারা-৩০	বিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তি ও কারিগরি বিষয় সম্পাদকের কার্যবলী	পৃষ্ঠা-১১
ধারা-৩১	কৃষি, মৎস ও পশুপালন ও বনায়ন সম্পাদকের কার্যাবলী	পৃষ্ঠা-১১
ধারা-৩২	শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদকের কার্যাবলী	পৃষ্ঠা-১১
ধারা-৩৩	আইন ও আন্তরর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদকের কার্যাবলী	পৃষ্ঠা-১১
ধারা-৩৪	নির্বাহী সদস্যদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী	পৃষ্ঠা-১২
ধারা-৩৪	কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ	পৃষ্ঠা-১২
ধারা-৩৫	সভা অনুষ্ঠান	পৃষ্ঠা-১২

Scanned with CamScanner

ধারা-৩৬	সভার কোরাম	পৃষ্ঠা-১২
ধারা-৩৭	তহবিল সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা	পৃষ্ঠা-১২
ধারা-৩৮	কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন পদ্ধতি	পৃষ্ঠা-১৩
ধারা-৩৯	কার্যনির্বাহী পরিষদের শুন্যপদ পূরন	পৃষ্ঠা-১৪
ধারা-৪০	মেয়াদ পূর্তির আগেই কার্যনির্বাহী পরিষদ ভেঙ্গে যাওয়া কমিটি গঠন	পৃষ্ঠা-১৪
ধারা-৪১	শৃংখলা ভঙ্গজনিত কারনে ব্যবস্থা গ্রহণ	পৃষ্ঠা-১৫
ধারা-৪২	অনাস্থা	পৃষ্ঠা-১৫
ধারা-৪৩	গঠনতন্ত্রের সংশোধন	পৃষ্ঠা-১৫
ধারা-৪৪	এলাকাভিত্তিক উপকমিটি গঠন	পৃষ্ঠা-১৫
ধারা-৪৫	গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা	পৃষ্ঠা-১৫
ধারা-৪৬	অডিট	পৃষ্ঠা-১৫
ধারা-৪৭	বিলুপ্তি	পৃষ্ঠা-১৫

অনুমোদন: শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি, ঢাকা এর ২০ সেপ্টেম্বর-২০১৯ইং তারিখ রোজ **শুক্রবার** অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের সভায় অত্র গঠনতন্ত্র সর্বসমর্থনে অনুমোদিত হলো।

Scanned with CamScanner

ভূমিকা

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্মৃতি বহন্‌কারী প্রাচীন বাংলার রাজধানী পূণ্ড্রনগর খ্যাত ইসলামের প্রচারক ও মহান সাধক হযরত শাহ্ সুলতান মাহামুদ বলখী সওয়র (রহঃ) এর স্মৃতি বিজারিত ঐতিহাসিক মহাস্থানগড় অধ্যুষিত শিবগঞ্জ উপজেলা। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূন উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার বগুড়া জেলার একটি অন্যতম সমৃদ্ব উপজেলা শিবগঞ্জ। উপজেলা শিবগঞ্জ ১২টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। উপজেলার আয়তন ৩১৪.০৯ বর্গ কিঃমিঃ ও জনসংখ্যা ৩৭৮৭৭০০। কৃষিই এই উপজেলার প্রধান উপজীব্য।

ব্যবসা,বানিজ্য,চাকুরী,শিক্ষা,চিকিৎসা ইত্যাদি নানাবিধ কাজে শিবগঞ্জ উপজেলার বহুসংখ্যক অধিবাসী ঢাকায় কর্মরত। ঢাকায় বসবাসকারী শিবগঞ্জ উপজেলার অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পারিক যোগাযোগ ও সৌহার্দ্যপূর্ন সম্পর্ক্য গড়ে তোলা এবং সম্মিলিত প্রচেষ্ঠায় উপজেলার আর্থ-সামাজিক,শিক্ষা,চিকিৎসার উন্নয়নে এবং উন্নত সমৃদ্ধ দেশ গড়ার অংশীদার হতে ৩০ নভেম্বর ২০১৮ইং ঢাকাস্থ শিবগঞ্জ উপজেলাবাসীদের এক ঈদ-পূর্নমিলনী ও আলোচনা সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি ঢাকা গঠিত হয়। উক্ত সভায় আহব্বায়ক কমিটি এবং গঠনতন্ত্র উপ-কমিটি গঠিত হয়। আহব্বায়ক কমিটি ২০ সেপ্টম্বর ২০১৯ইং এক সধারণ সভায় আয়োজন করে। উক্ত সভায় গঠনতন্ত্রের খসড়া কপি উপস্থাপন করা হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর সংশোধন পূর্বক চূড়ান্ত গঠনতন্ত্র সর্ব সম্মতিক্রমে অনুমোদন হয়। উক্ত সভায় সর্ব সমর্থনে দুই বৎসর মেয়াদী ২৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয়।

গঠনতন্ত্রটি সার্ব জনিন ও যুগোপযোগী হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

অধ্যাপক ডাঃ এ জেড এম মাইদুল ইসলাম
সভাপতি
শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি, ঢাকা

Scanned with CamScanner

সম্প্রীতি　　　　　　　　　　　কল্যাণ　　　　　　　　　　　সমৃদ্ধি

শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।

গঠনতন্ত্র

প্রস্তাবনাঃ

ঢাকায় বসবাসকারী বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলাবাসী ও শিবগঞ্জ উপজেলার জনগন সমন্বয়ে "শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি, ঢাকা" গঠন করা হল। "শিবগঞ্জ উপজেলা কল্যাণ সমিতি,ঢাকাস্থ", বলতে ঢাকায় 'শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি, ঢাকা'কে বুঝাবে।

ধারা-০১:সমিতির নাম ঃ শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যান সমিতি,ঢাকা", যার সংক্ষিপ্ত রুপ হবে শিউকস" যা গঠনতন্ত্রের পরিপূরক ও অন্যান্য ব্যাখ্যা স্থলে কার্যকারী/ব্যবহৃত হবে।

ধারা-০২:সমিতিরকার্যলয় ঃ সমিতির প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হবে। প্রয়োজনে বগুড়া শহরসহ শিবগঞ্জ উপজেলার যে কোন জায়গায় শাখা কার্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে।

প্রধান ও বর্তামান কার্যালয় ঃ -২০৪ শহীদ নজরুল ইসলাম সরনি। আজিজ কো-অপারেটিপ কমপ্লেক্র ৪র্থ তলা। বিজয় নগর থানা-পলটন,ঢাকা-১০০০।

ধারা-০৩:সমিতির কর্ম-পরিধি ঃ ঢাকায় বসবাসকারী বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলাবাসী ও শিবগঞ্জ উপজেলার অধিবাসীগণসহ সমগ্র বাংলাদেশের জনগন।

ধারা-০৪:সমিতির ধরন ঃ এ সমিতি একটি অ-রাজনৈতিক ও সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান।

ধারা-০৫:সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ এ সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ হলো ঃ

(০১) ঢাকায় বসবাসকারী শিবগঞ্জ উপজেলার অধিবাসী,শিবগঞ্জ উপজেলার জনগণ ও শিউকস'র হিতাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে যোগাযোগ,সম্প্রীতি ও সৌর্হাদপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা।

(০২) শিক্ষা, সংস্কৃতি ও তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনে কার্যক্রম গ্রহন করা।

(০৩) পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষন প্রদানের মাধ্যমে কৃষি, কৃষিজাত শিল্প, কুটির শিল্প, নার্সরী, পশু-পালন, মৎস্য চাষ ও বনায়ন ইত্যাদির উন্নয়নে বহুমাত্রিক কার্যক্রম গ্রহন ও সহায়তা প্রদানকরা।

(০৪) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয় কর্মসূচী গ্রহন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।

(০৫) এই সমিতি অত্র উপজেলার জনগনের অর্থ-সামাজিকও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহন ও সহায়তা প্রদান করা।

(০৬) সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এই সমিতি আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির উৎকর্ষ ও ব্যবহারের নিমিত্তে সহায়তা প্রদানসহ প্রশিক্ষণকেন্দ্র বা একাডেমি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করবে।

(০৭) শিবগঞ্জ উপজেলার শিল্প,সাহিত্য,সাংস্কৃতি ইত্যাদির প্রচারণাসহ, চিত্ত বিনোদনের জন্য খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

(০৮) উপজেলার উন্নয়নে সহায়ক কর্মসূচী গ্রহন ও যে কোন সমাজ সেবামূলক কাজে ট্রাস্ট গঠন করা।

Scanned with CamScanner

(০৯) বরেন্য, বয়স্ক বা প্রবিনদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি,সংর্বধনা,সাহায্য প্রদান করা, এবং গরীব, মেধাবী ও প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তি প্রদান করা।

(১০) "শিউকস"এর যে কোন সদস্য বা শিউকস এর হিতাকাঙ্ক্ষী যে কোন ব্যক্তি তার নিজ বা তার কোন প্রিয়জনের নামে উৎসর্গকৃত কোন সেবামূলক প্রকল্প যথা শিক্ষাবৃত্তি,দুঃস্থভাতা ইত্যাদি তার নিজস্ব অর্থায়নে অত্র সমিতির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে চাইলে"শিউকস" তা সানন্দে গ্রহন ও বাস্তবায়ন করবে।

(১১) রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবসমূহ পালন করা।

(১২) বিবিধ।

<u>ধারা-০৬ঃসদস্যপদ লাভ ঃ</u> (ক) যোগ্যতা (খ) অযোগ্যতা ও (গ) শ্রেনী বিভাগ।

(ক) <u>সদস্য হওয়ার যোগ্যতাঃ</u>

১. ঢাকাস্থ শিবগঞ্জ উপজেলার অধিবাসী ও প্রাপ্ত বয়স্ক বাংলাদেশী নাগরিক হতে হবে।

২."শিউকস"র গঠনতন্ত্র মেনে চলতে হবে।

৩. "শিউকস"র আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রতি একমত হতে হবে

(খ)<u>সদস্য হওয়ার অযোগ্যতাঃ</u> রাষ্ট্র ও সমাজ বিরোধী র্কাযলাপে জড়িত,দন্ডিত ও মস্তিস্ক বিকৃত ব্যাক্তি।

(গ)<u>সদস্যের শ্রেনী বিভাগঃ</u>এই সংগঠনে ৬(ছয়) ধরনের সদস্য ও সম্মানিত পৃষ্ঠপোষক গন থাকবে।

(ক)সাধারন সদস্য (খ) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (গ)আজীবন সদস্য (ঘ)দাতা সদস্য (ঙ)প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য (চ)বিশেষ সম্মানিত সদস্য ও (ছ) সম্মানিত পৃষ্ঠপোষকগন।

(ক)<u>সাধারনসদস্যঃ</u> এ শ্রেনীর সদস্য হওয়ার জন্য ভর্তি ফি ও নির্ধারিত মাসিক/বাৎসরিক চাঁদা প্রদান করতে হবে। এ শ্রেনীর সদস্যগণ প্রতিষ্ঠানের সাধারন সভায় উপস্থিত থকতে পারবেন। তাঁরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

(খ)<u>প্রতিষ্ঠতা সদস্যঃ</u>৩০ নভেম্বর,২০১৮খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ১ম সভায় উপস্থিতি থেকে এ সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠায় যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন এবং আবেদন পত্রে যাদের স্বাক্ষর আছে ও যারা ৫০০০.০০ টাকা প্রদান করছেন তারাই প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বলে গণ্য হবেন। এ শ্রেনীর সদস্যদের ভোটাধিকার ও নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকবে।

(গ)<u>আজীবন সদস্যঃ</u> এ শ্রেনীর সদস্যপদ লাভের জন্য ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা এককালীন প্রদান করতে হবে। এ ধরনের সদস্যকে মাসিক/বাৎসরিক চাঁদা দিতে হবে না। তবে স্বেচ্ছায় চাঁদা/অনুদান দিলে তা ধন্যবাদের সহিত গৃহিত হবে। এ শ্রেনীর সদস্যগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

(ঘ)<u>দাতা সদস্যঃ</u> সমাজ সেবায় আগ্রহী ও উদার ব্যক্তি যারা সংস্থায় এককালীন ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) বা তর্দূধ টাকা দান করবেন তাঁরা কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তে দাতা সদস্য হিসাবে গন্য হবেন। এ

Scanned with CamScanner

শ্রেণীর সদস্যগণকে নির্ধারিত মাসিক/বাৎসরিক চাঁদা প্রদান করতে হবে না। তাঁরা সমিতির সভায় যোগদান, মতামত প্রদান ভোটদান ও নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে পারবেন, তবে শিবগঞ্জ উপজেলার নিবাসি না হলে নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে পারবেন না।

(ঙ)<u>প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যঃ</u> "শিউকস" এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহযোগী হিসাবে শিবগঞ্জ উপজেলাবাসীদের যে কোন বৈধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,গবেষনা প্রতিষ্ঠান,বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় যে কোন সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এ শ্রেনীর সদস্য হতে পারবেন। এ শ্রেনীর সদস্যগণ নির্বাচনে অংশগ্রহন ও ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না। তবে আমন্ত্রিত হলে তাঁরা সমিতির সভায় যোগদান ও মতামত প্রদান করতে পারবেন।

(চ)<u>বিশেষ সম্মানিত সদস্যঃ</u> "শিউকস"র উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে অবদানের জন্য দেশ বরন্য দানশীল ও সমাজ সেবক যে কোন ব্যক্তিকে এ সদস্য পদ প্রদান করা যাবে। এ ছাড়াও শিবগঞ্জ উপজেলার সম্মানিত ও প্রজ্ঞাবান সিনিয়র সিটিজেন কে সমিতির বিশেষ সম্মানিত সদস্য পদ প্রদান করা যাবে। তাঁদের কোন প্রকার চাঁদা প্রদান করতে হবে না এবং ভোটাধিকারও থাকবে না। আমন্ত্রিত হলে তাঁরা সমিতির সভায় যোগদান আলোচনায় অংশগ্রহন ও মতামত দিতে পারবেন।

(ছ)<u>পৃষ্ঠপোষক ঃ</u>এ পদটি হবে সমিতির সবচেয়ে উচ্চমান সম্পন্ন ও সম্মানিত পদ। সমাজের যে কোন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি যিনি এককালীন সর্বনিম্ন ৫লক্ষ (পাচঁ লক্ষ) বা তদুর্ধ টাকা শিবগঞ্জ উপজেলা কল্যাণ সমিতির তহবিলে দান করবেন তিনি এই পদটি অলংকৃত করতে পারবেন।

<u>ধারা-০৭:সদস্যপদ লাভের পদ্ধতিঃ</u>

(ক) <u>সাধারন সদস্যঃ</u> সাধারন সদস্যপদ লাভের জন্য "শিউকস"র সভাপতি বরাবর আবেদন করতে হবে এবং আবেদন পত্রটি কার্যনিবাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে ১০০০/-(এক হাজার) টাকা সদস্য ফি প্রদান করে সদস্যপদ লাভ করতে পারবেন। এ শ্রেনীর সদস্যদের মাসিক ১০০/- (একশত) টাকা হারে বাৎসরিক ১২০০.০০ (এক হাজার দুইশত) টাকা চাঁদা প্রদান করতে হবে।

(খ) <u>আজীবন সদস্য ঃ</u> যিনি ধারা-০৬ এর ক,খ ও গ উপধারার ৩নং ক্রমিক বর্নিত শর্তবলী পূরন করবেন তাকে আজীবন সদস্যপদ গ্রহনের জন্য "শিউকস'র" কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি বরাবর আবেদন করতে হবে এবং তাঁর আবেদন পত্রটি যদি অনুমোদিত হয় তবে তিনি আজীবন সদস্য হিসাবে গন্য হবেন।

(গ) <u>দাতা সদস্যঃ</u>যিনি ধারা-০৬ এর ক,খ ও গ উপধারার ৪নং ক্রমিক বর্ণিত শর্তবলী পূরণ করবেন তাকে দাতা সদস্য পদ লাভের জন্য "শিউকস'র" কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি বরাবর আবেদন করতে হবে। তাঁর আবেদন পত্রটি অনুমোদিত হলে তিনি দাতা সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন। দাতা সদস্যদের নাম সমিতির কার্যলয়ে সংরক্ষিত্র নামফলকে সংখ্যানুক্রমে লেখা থাকবে।

(ঘ) <u>পৃষ্ঠপোষক ঃ</u> এ পদটি হবে সমিতির সবচেয়ে উচ্চমান সম্পন্ন ও সম্মানিত পদ। সমাজের যে কোন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি যিনি এককালীন সর্বনিম্ন ৫লক্ষ (পাচঁ লক্ষ) বা তদুর্ধ টাকা শিবগঞ্জ উপজেলা কল্যাণ সমিতির তহবিলে দান করবেন তিনি এই পদটি অলংকৃত করতে পারবেন। তবে ওই ব্যক্তি অবশ্যই সমিতির সমিতির প্রতিটি পুস্তিকা, গঠনতন্ত্র এবং সমিতির লক্ষ ও উদ্দেশ্যের প্রতি আস্থাশীল ও বিশ্বাসভাজন থাকবে।

Scanned with CamScanner

স্মরনিকা ও কার্যালয়ের সংরখিতনামফলকেসংখ্যাক্রমে তাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি সমিতির নির্বাচনে অংশ গ্রহন এবং ভোটাধিকার প্রয়োগকরতে পারবে না।

ধারা-০৮: সদস্যপদ স্থগিত ও বাতিলঃ

নিম্নেবর্ণিত কারণে সদস্য পদ স্থগিত ও বাতিল করা যাবেঃ

(ক) "শিউকস'র" গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কোন কাজ করলে।

(খ) একাধিকক্রমে ১২ (বার) মাসের চাঁদা বাকী থাকলে।

(গ) রাষ্ট্র ও সমাজ বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত ব্যক্তি হলে।

(ঘ) স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে ও তা কার্যকারী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হলে।

(ঙ) দন্ডিত ব্যক্তি, মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে বা মৃত্যুবরণ করলে।

ধারা-০৯: সদস্যপদ বাতিলের পদ্ধতিঃ

কোন সদস্যর বিরুদ্ধে ৮নং ধারার বর্ণিত কোন অভিযোগ লিখিত ভাবে উপস্থিত হলে সে ক্ষেত্রে (বিশেষতঃ ০৮ নং ধারার কএর) সংশ্লিষ্ট সদস্যকে ১০ (দশ) কর্মদিবসে মধ্যে জবাব দানের জন্য "কারন দশানোর নোটিশ" প্রধান করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব না দিলে বা জবাব সন্তোষজনক না হলে নির্বাহী পরিষদের ২/৩ অংশ সদস্যের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাঁর সদস্য পদ স্থগিত বা বাতিল করা যাবে।

ধারা-১০: সদস্যপদ পুর্ণবহালঃ

(ক) সদস্য পদ পূর্নবহালের জন্য বাতিলকৃত সদস্য লিখিতভাবে "শিউকস'র" সভাপতির নিকট আবেদন করলে সেক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদের ২/৩ অংশ সদস্যের সিদ্ধান্তে সদস্য পদ পূর্নবহাল করা যাবে। তবে সদস্য পদ পূর্নবহাল হলে পূনরায় ভর্তি ফি ও বকেয়া চাঁদা প্রদান করতে হবে।

(খ) মৃত্যুবরন বা অন্য যে কোনো কারনে কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন পদ শূন্য বা খালি হলে সে ক্ষেত্রে সভাপতি মহাদয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্য যে কোন ব্যক্তিকে উক্ত শূন্য বা খালি পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন।

ধারা-১১: সমিতির সাংগঠনিক কাঠামোঃ

এই সমিতির কর্মকান্ড সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নরুপ ০৩ (তিন)টি পরিষদ থাকবে।

(ক) সাধারন পরিষদ (খ)কার্যনির্বাহী পরিষদ (গ) উপদেষ্টা পরিষদ।

(ক) <u>সাধারন পরিষদঃ</u> ০৬নং ধারার বর্ণিত নিয়মে যাঁরা সদস্যপদ লাভ করবেন তাঁরা প্রত্যেকেই সাধারন পরিষদের সদস্য হবেন।

Scanned with CamScanner

(খ) <u>কার্যনির্বাহী পরিষদঃ</u> (১) সদস্য সংখ্যা ও নির্বাচন ঃ এই সমিতির সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত/মনোনীতএকটি কার্যনির্বাহী পরিষদ থাকবে এবং এর সদস্য সংখ্যা হবে ২৭ জন। কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সদস্যকে নির্বাচিত হতে হবে। উপরন্তু সদ্য গত কার্যনির্বাহী পরিষদের মাননীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদে এক্স অফিসিত্ত সদস্য থাকবেন, সেক্ষেত্রে সদস্য সংখ্যা হবে ২৯ জন। এক্স অফিসিত্ত সদস্যগণ কার্যনির্বাহী পরিষদের জন সভায় যোগদান করে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে তাদের মতামত প্রধাণ করতে পারবেন তবে কার্যনির্বাহী সভায় কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ভোটাভোটি দরকার হলে সেক্ষেত্রে এক্স-অফিসিত্ত সদস্যগণের কোন ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকবেনা । উল্লেখ্য যে তারা সাধারণ পরিষদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন ও ভোট প্রধাণ করতে পারবেন।

(২) <u>পদসংখ্যা গঠন কাঠামোঃ</u> কার্যনির্বাহী পরিষদের গঠন কাঠামো হবে নিম্নরুপ ঃ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	সদস্য সংখ্যা
০১	সভাপতি	০১ জন
০২	সিনিয়র সহ-সভাপতি	০১ জন
০৩	সহ- সভাপতি	০৩ জন
০৪	সহ- সভাপতি (মহিলা)	০১ জন
০৫	সাধারন সম্পাদক	০১ জন
০৬	যুগ্ম সাধারন সম্পাদক	০১ জন
০৭	সাংগঠনিক সম্পাদক	০১ জন
০৮	কোষাধ্যক্ষ	০১ জন
০৯	দপ্তর সম্পাদক	০১ জন
১০	প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক	০১ জন
১১	ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
১২	সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
১৩	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
১৪	বিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তি ও কারিগরি বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
১৫	কৃষি,বনায়ন, মৎস্য ও পশু পালন বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
১৬	শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
১৭	আইন ও আন্তরর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
১৮	শিশু ও মহিলা বিষয়ক সম্পাদক	০১ জন
১৯	নির্বাহী সদস্য	০৭ জন
২০	এক্স-অফিসিত্ত	০২ জন
	মোটঃ-------------	২৯ জন

Scanned with CamScanner

ধারা-১২: অভিষেক ও দায়িত্বগ্রহন অনুষ্ঠানঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নির্বাচিত সদস্যদের অভিষেক ও দায়িত্ব গ্রহনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ধারা-১৩: কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকালঃ

কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল হবে নির্বাচিত কমিটির দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হতে ০২ (দুই) বছর। এই সময়কালইংরেজী ক্যালেন্ডারের (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) অনুযায়ী গণনা করা হবে। নিয়ম অনুযায়ী যথা সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।

ধারা-১৪:সমিতির কার্যাদি পরিচালনাঃ

গঠনতন্ত্র মোতাবেক শিবগঞ্জ উপজেলার (বগুড়া) কল্যাণ সমিতিপরিচালিত হবে। তবে "শিউকস'র" কার্যাদি ১৯৬১ সালের ৪৬নং অধ্যাদেশের সাথে সাংঘর্ষিক হলে গঠনতন্ত্রে যা কিছু উল্লেখ থাকুক না সে ক্ষেত্রে ১৯৬১ সালের ৪৬নং অধ্যাদেশ প্রাধান্য পাবে।

ধারা-১৫: সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলীঃ

*বার্ষিক সাধারণ সভাই এই সমিতির সাধারণ পরিষদ সভা হিসাবে অবহিত ও কার্যকর হবে। কার্যকারী পরিষদের কর্মকর্তাগনই সাধারণ পরিষদের কর্মকর্তা হিসাবে গন্য হবেন এবং সাধারন পরিষদের সভা পরিচালনা করবেন।

(ক) সাধারণ পরিষদ হলো সমিতির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারনী কর্তৃপক্ষ এবং যে কোন বিষয়ে এই পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(খ) সাধারণপরিষদ সমিতির উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করবে।

(গ) সাধারণপরিষদ কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যাবলী মুল্যায়ণ করবেন। অর্থাৎ কার্যনির্বাহী পরিষদকে সাধারণ পরিষদের নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

(ঘ) সাধারণ পরিষদ কার্যনির্বাহী পরিষদের বিভিন্ন পদের সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করবে।

(ঙ) সাধারণ পরিষদ সমিতির বার্ষিক আয়-ব্যয় অনুমোদন করবে।

(চ) সাধারণ পরিষদের সভা বছরে নূন্যতম ১ (এক) বার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।

ধারা-১৬:কার্যনির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলীঃ

(ক) সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ সকল কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। তবে সাধারণ পরিষদের পরবর্তী সভায় তা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ সমিতিকে নিবন্ধিত করাসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

Scanned with CamScanner

(গ) কার্যনির্বাহী পরিষদ সমিতির তহবিল সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

(ঘ) কার্যনির্বাহী পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে, যা পরর্বতীতে সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদন এর ব্যবস্থা করবে।

(ঙ) কার্যনির্বাহী পরিষদ সমিতির কাজে প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিধি সম্মতভাবে নিয়োগদান ও বেতন-ভাতাদি নির্ধারণ করবে, যা পরর্বতীতে সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদন এর ব্যবস্থা করবে।

(চ) কার্যনির্বাহী পরিষদ অফিস ভবনের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করবেন।

(ছ) কার্যনির্বাহী পরিষদ অত্র সমিতির সদস্যদের তথা শিবগঞ্জবাসীর ছেলে-মেয়েদের মেধার বিকাশ ও নৈতিক মূল্যবোধ উজ্জীবিত করা এবং চিত্তবিনোদনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন করে সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারবেন।

(জ) কার্যনির্বাহী পরিষদ সমিতির বিশেষতঃ ঢাকায় বসবাসকারীদের সুবিধার্থে সমবায়ভিত্তিক ন্যায্য মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের উদ্যেগ গ্রহণ করতে পারবেন।

(ঝ) কার্যনির্বাহী পরিষদ বছরে কমপক্ষে ০২ (দুই) টি সভা অনুষ্ঠান করবে। প্রয়োজন বোধে দুই এর অধিক সভা করতে কোন বাধা থাকবে না।

<u>ধারা-১৭: উপদেষ্ঠা পরিষদ ঃ</u> (১) গঠন (২) কার্যবলী।

(১)<u>গঠনঃ</u> এই সমিতির একটি উপদেষ্ঠা পরিষদ থাকবে।কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত/সুপারিশ মোতাবেক এই পরিষদ গঠিত হবে।

(ক) উপদেষ্ঠা পরিষদ মর্যাদাসম্পন্ন, শিক্ষিত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন "শিউকস'র" সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

(খ) এই পরিষদের সদস্য সংখ্যা হবে নূন্যতম ৫ জন। তবে কার্যনির্বাহী পরিষদের সুপারিশ ও অনুমোদন সাপেক্ষে এই সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাবে।

(গ) কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম সভায় উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকালই হবে এই পরিষদের মেয়াদকাল ।

(২)<u>উপদেষ্টা পরিষদের কার্যাবলীঃ</u> উপদেষ্টা পরিষদের কাজ হবে মূলত উপদেশমূলক। এই পরিষদ উপজেলার জনগণের কল্যাণের জন্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচী প্রনয়নে ও বাস্তবায়নে সমিতিকে পরামর্শ প্রদান করতে পারবে। এছাড়া, সমিতির কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন ধরনের জটিলতা বা সমস্যা সৃষ্টি হলে তা নিরসনে উপদেষ্টা পরিষদ মতামত প্রদান করতে পারবে। এই পরিষদের মূল্যবান মতামত/উপদেশ সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বসহ বিবেচিত হবে।

Scanned with CamScanner

ধারা-১৮: সভাপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ

(ক) সভাপতি হবেন সমিতির সাংগঠনিক প্রধান। তিনি কার্যনির্বাহী ও সাধারন পরিষদের সকল সভায় এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন।

(খ) সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে সাধারন পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করবেন।

(গ) সভাপতি সমিতির পক্ষে বিভিন্ন সংস্থা / প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রয়োজনীয় চুক্তি স্বাক্ষর করবেন এবং আদালতে সমিতির স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইনী পদক্ষেপ গ্রহনের ব্যবস্থা নিবেন।

(ঘ) সাধারণ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় আলোচিত কোন প্রস্তাবের পক্ষে বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট পড়লে সভাপতি কাষ্টিং ভোট (Casting Vote) দিবেন ।

(ঙ) সভাপতি কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সম্পাদক, কোষাধক্ষ্য ও অন্যান্য সদস্যদের কার্যাবলীর তদারকী ও যথার্থতা মূল্যায়ন করার মধ্যে দিয়ে জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

(চ) তিনি সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করবেন।

(ছ) সমিতির কাজের সুবিধার্থে সভাপতি উপ-কমিটির/ আহ্বায়ক কমিটি গঠণের ব্যবস্থা নিবেন।

(জ) ৫০০০.০০ (পাঁচ) হাজার টাকার অধিক সকল ব্যয়ের ক্ষেত্রে সভাপতির অনুমোদন প্রদান করবেন ও ভাউচারে স্বাক্ষর করবেন।

(ঝ) কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন সম্পাদক পদের কর্মকর্তা ও নির্বাহী সদস্যের অনুপস্থিতিতে সভাপতি নির্বাহী পরিষদের মধ্য হতে যে কোন সদস্যকে উক্ত পদের দায়িত্ব পালনের লিখিত ভাবে নির্দেশনা দিতে পারবেন।

ধারা-১৯: সিনিয়র সহ-সভাপতি, সহ- সভাপতি, ও সহ-সভাপতি(মহিলা)র ক্ষমতা ও কার্যাবলীঃ

(ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের সহ-সভাপতিবৃন্দ সভাপতিকে তাঁর দায়িত্ব পালনের সহায়তা করবেন এবং সভাপতির অনুপস্থিতিতে সিনিয়ার সহ-সভাপতি বা জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে অন্য যে কোন সহ-সভাপতি সভাপতিত্ব করবেন।

(খ) সভাপতির লিখিত ক্ষমতার অর্পণ বলে দায়িত্বপ্রাপ্ত সিনিয়ার সহ-সভাপতি যাবতীয় প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যাদি পরিচালনা করবেন।

ধারা-২০: সাধারণ সম্পদকের ক্ষমতা ও কার্যাবলীঃ

(ক) সাধারণ সম্পাদক হবেন সমিতির প্রধান নির্বাহী। তিনি সকল সভার সিদ্ধান্ত ও উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ নিবেন।

(খ) তিনি সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে কার্যনির্বাহী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বান করবেন।

(গ) তিনি পরিষদের সম্পাদকগণসহ সকলকে দায়িত্ব পালনে পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিবেন।

Scanned with CamScanner

(ঘ) সাধারণ সম্পাদক সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় বছরের কার্যক্রমের উপর লিখিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।

(ঙ) তিনি সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন এবং সমিতির সদস্যদের কল্যাণে সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করবেন।

(চ) তিনি সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদে গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন ও সকল সভার কার্যবিবরনী লিপিবদ্ধ করবেন।

(ছ) তিনি অফিসের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ এর ব্যবস্থা গ্রহন নিশ্চিত করবেন।

(জ) তিনি সমিতির অনূর্ধ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত ব্যয়ের বিল/ভাউচার অনুমদন করবেন। তবে পরবর্তিতে এই ব্যয় সভাপতির অনুমোদন নিতে হবে। অনুমোদন ক্রমে সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর পর কোষাধ্যক্ষ পরিশোধ করবেন।

(ঝ) আকস্মিকভাবে উদ্ভূত কোন পরিস্থিতি মোকাবিলায় কিংবা কোন জরুরী কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন হলে তিনি সভাপতির সাথে আলোচনা করে তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত/পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন। তবে কার্যনির্বাহী পরিষদের পরবর্তী সভায় তা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

<u>ধারা-২১:যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের ক্ষমতা ও কার্যাবলীঃ</u>

(ক) যুগ্মসাধারণ সম্পাদক, সাধারণ সম্পাধকের যাবতীয় কাজে সহায়তা করবেন।

(খ) সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সাধারণ সম্পাদকের লিখিত ক্ষমতা অর্পণ বলে বা নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যুগ্ম সাধারন সম্পাদক যাবতীয় প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যাদি পরিচালনা করবেন।

<u>ধারা-২২: কোষাধ্যক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলীঃ</u>

(ক) কোষাধ্যক্ষ সকল সদস্যের নিকট হতে সদস্য ভর্তি ফি, বার্ষিক চাঁদা ইত্যাদিসহ সকল প্রকার ধার্য চাঁদা রশিদমূলে আদায় করবেন। এছারা তিনি সরকারি অনুদান বা সাহায্য ও যাকাত আদায় করে সমিতির তহবিলে জমা দিবেন। সকল আদায়কৃত অর্থ পরবর্তী ৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে তিনি সমিতির ব্যাংক হিসাবে জমা দিবেন।

(খ) তিনি সমিতির সকল প্রকার আর্থিক লেনদেন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সুনির্দিষ্টভাবে সংরক্ষণ করবেন ।

(গ) তিনি সমিতির নিয়োজিত কর্মকর্ত/কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে তিনি সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নিবেন।

(ঘ) কোষাধ্যক্ষ বার্ষিক সাধারণ পরিষদের সভায় বার্ষিক আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষিত রিপোর্ট, বাজেট ও সম্পূরক বাজেট পেশ করবেন।

(ঙ) সভাপতি ও সাদারণ সম্পাদকের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন খরচের বিল কোষাধ্যক্ষ পরিশোধ করতে পারবেন না।

Scanned with CamScanner

ধারা-২৩:দপ্তর সম্পাদকের ক্ষমতা ও কার্যাবলীঃ

(ক) দপ্তর সম্পাদক সমিতির অফিসকে সুন্দরভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিবেন।

(খ) তিনি সাধারণ পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সহ যথাযথ দাপ্তরিক সহয়তা প্রদান করবেন।

(গ) তিনি সমিতির সকল দলিলপত্র , সভায় নোটিশ ও কার্যবিবরনী সমূহ সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(ঘ) তিনি সাধারণ সম্পাদকের নোট ও খসড়ার আলোকে দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করে সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতির স্বক্ষর গ্রহন করে সকল সভায় কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে অনুলিপি বিতরণ এবং মূল্য কপি সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা নিবেন।

(ঙ) তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমিতির কার্যালয়ে পত্র-পত্রিকা ম্যাগাজিন ইত্যাদি সংরক্ষণ করবেন।

ধারা-২৪;সাংগঠনিক সম্পাদকের কার্যাবলীঃ

সাংগঠনিক সম্পাদক সমিতির সার্বিক গঠনমূলক ও সাংগঠনিক কার্যাবলী সম্পন্ন করবেন। তাঁর কার্যাদি সাধারণভাবে নিম্নরূপ হবে :

(ক) ঢাকায় প্রবাসীসহ শিবগঞ্জ উপজেলার বসবাসকারী সকলের মধ্যে সৌহার্দমূলক ও সহমর্মী মনোভাব গড়ে তোলার জন্য তিনি কার্যক্রম গ্রহন করবেন।

(খ) সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(গ) সমিতির কার্যক্রম সুশৃংখলভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি যথাযথ ভূমিকা পালন করবেন।

(ঘ) সমিতির উন্নয়নমূলক ও সাংগঠনিক বিষয়াদির উন্নতিকল্পে মতামত ও পরামর্শ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন।

ধারা-২৫: প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদকের কার্যাবলীঃ

তিনি সমিতির যাবতীয় কার্যক্রম ও কর্মকান্ডের বিবরণ বিশেষতঃ ঢাকায় বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকা, বগুড়ার আঞ্চলিক পত্রিকাসমূহ , প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।সমিতির যে কোন কার্যক্রম বা বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশের পূর্বে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন।

০১. সমিতির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশনায় দায়িত্ব পালন করবেন।
০২. কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি সমিতির সভাসমূহ, বিশেষ করে সাধারণ সভায় নোটিশ দৈনিক পত্রিকা/অন্যান্য গণমাধ্যমে অথবা নোটিশ পত্র মারফত সমিতির প্রত্যেক সদস্যকে অবহিত করার ব্যবস্থা করবেন।
০৩. সমিতির পক্ষ হতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উৎসব উপলক্ষে পত্রিকায় ক্রোড়পত্র অথবা সমিতির স্মরণিকা প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

Scanned with CamScanner

ধারা-২৬: ক্রীড়া, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদকের কার্যাবলীঃ

(ক) তিনি সমিতির বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রতিযোগীতার আয়োজন করবেন।

(খ) তিনিবার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশসহ অন্যান্য কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবেন ।

(গ) তিনি বহুমুখী কর্মসূচীর মাধ্যমে চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনীয় কিছু সাধারণ খেলাধুলার ব্যবস্থা এবং শরীরচর্চামূলক কর্মসূচীও গ্রহণ করতে পারবেন। উপরন্ত প্রবীনদের মিলনমেলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করবেন।

(ঘ) তিনি সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে এ সম্পর্কিত সকল কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করবেন।

ধারা-২৭: সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাকের কার্যাবলী ঃ

(ক) তিনি জাতীয় ও ধর্মীয় তাৎপর্যপূর্ন দিবসসমূহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ।

(খ) তিনিবার্ষিক মিলনমেলা, ঈদ পুনর্মিলনী, ইফতার পার্টি অনুষ্ঠান ও অন্যান ধর্মীয় কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবেন।

(গ) কার্যনির্বহী সিধান্ত অনুযায়ী যাকাত ফান্ডের অর্থে শরিয়ত মোতাবেক সমাজ সেবামূলক বহুমূখী কার্যক্রম গ্রহন করবেন।

(ঘ) তিনি সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে এ সম্পর্কিত সকল কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করবেন।

(ঙ) সকল অনুষ্ঠানাদিতে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সমিতির সদস্যগণের পরিবার বর্গের অংশ গ্রহনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন ক্রমে আমন্ত্রণ জানাবেন।

ধারা-২৮: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সম্পাদকের কার্যাবলীঃ

(ক)স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সম্পাদক সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গ ও শিবগঞ্জবাসীদের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমূলক কর্মসূচী প্রনয়নপূর্বকতা অনুমোদনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন।

(খ) তিনি প্রয়েজনে শিবগঞ্জ বাসী স্থাথ বিষয় স্থাস্হ বিষয় সহয়তা প্রধান ও সহযোগী তা করবেন ।

(গ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিবেন।

ধারা-২৯: মহিলা ও শিশুবিষয়ক সম্পাদকের কার্যাবলীঃ

(ক) মহিলা ও শিশু বিষয় সম্পাদক মহিলা ও শিশুদের কল্যাণমূলক কর্মসূচী প্রণয়ন পূর্বক তা অনুমোদনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদিত মহিলা ও শিশুদের কল্যাণমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিবেন।

Scanned with CamScanner

ধারা-৩০: বিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তি ও কারিগরি বিষয় সম্পাদকের কার্যবলীঃ

(ক) বিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তি ও কারিগরি বিষয়ক সম্পাদক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ ও শিবগঞ্জ উপজেলার জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন তথা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় গুণগত পরিবর্তনে কর্মসূচী প্রণয়ন পূর্বক তা অনুমোদনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিবেন।

ধারা-৩১: কৃষি, মৎস ও পশু পালন ও বনায়ন সম্পাদকের কার্যাবলীঃ

(ক) বাংলাদেশ ও শিবগঞ্জ উপজেলার কৃষি, মৎস ও পশু পালনও বনায়ন ইত্যাদির উন্নয়নে যথাযথ কর্মসূচী প্রণয়ন পূর্বক তা অনুমোদনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিবেন।

ধারা-৩২: শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদকের কার্যাবলীঃ

(ক) শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় গবেষনার লক্ষ্যে যথাযথ কর্মসূচী প্রণয়ন পূর্বক তা অনুমোদনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিবেন।

ধারা-৩৩: আইন ও আন্তরর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদকঃ

(ক) দেশের প্রচলিত আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইন বিষয়ক সেবা প্রদান করবেন ও সমিতির আন্তরর্জাতিক সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্ম পদ্ধতি প্রস্তুত পূর্বকঅনুমোনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিবেন।

ধারা-৩৪: নির্বাহী সদস্যদের ক্ষমতা ও কার্যাবলীঃ

নির্বাহী সদস্যবৃন্দ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থিত থেকে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিবেন এবং নিজের ও সাধারণ সদস্যদের মতামতের প্রতিফলন ঘটাবেন। এছাড়াও তাঁরা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা-৩৫: কর্মকতা/কর্মচারী নিয়োগ ঃ

সমিতির কার্যাদি সুষ্ঠভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনিয় কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগদান করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন গ্রহন পূর্বক ০৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি নিয়োগ কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটিকে প্রচলিত বিধি মোতাবেক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার ব্যবস্থা নিতে হবে। পরবর্তী সাধারণ পরিষদে সভায় বিষয়টির অনুমোদন গ্রহন করতে হবে।

ধারা-৩৬: সভা অনুষ্ঠান ঃ

Scanned with CamScanner

(ক) সমিতির সাধারণ পরিষদের সভা প্রতি বছর নূন্যতম ১(এক) বার অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতির পরামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদক ৩০(ত্রিশ) দিনের নোটিশে এ সভা আহ্বান করবেন।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা প্রতি ৩(তিন) মাস পর পর অনুষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ' বছরে ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতির পরামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদক ৭ (সাত) দিনের নোটিশে এ সভা আহ্বান করবেন।

(গ) কার্যনির্বাহী পরিষদের জরুরী সভা ২৪(চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে আহ্বান করাযাবে।

(ঘ) বিশেষ প্রয়োজনে সাধারণ পরিষদের মোট সদস্যের ১/৩ অংশ সদস্য যদি লিখিতভাবে সভাপতিকে সভা আহ্বানের অনুরোধ জানান তবে সেক্ষেত্রে সভাপতি ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টারমধ্যে তলবী সভা আহ্বানের ব্যবস্থা নিবেন। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে সভাপতি সভা আহ্বান না করলে পরবর্তী ৪৮ ঘন্টার নোটিশে যে কোন সদস্য তলবী সভা আহ্বান করতে পারবেন।

<u>ধারা-৩৭: সভার কোরাম ঃ</u>

(ক) সাধারণ পরিষদের সভার জন্য মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে সভার কোরাম হবে।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার ক্ষেত্রে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের উপস্থিতিতে কোরাম হবে।

(গ) কার্যনির্বাহী পরিষদে জরুরী সভার জন্য এক-চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে ।

(ঘ) তলবী সভার ক্ষেত্রে কার্যকরী পরিষদের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে বলে গন্য হবে।

(ঙ) সকল ক্ষেত্রে মূলতবী সভার জন্য কোন কোরামের দরকার হবে না।

<u>ধারা-৩৮: তহবিলসংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনাঃ</u>

(ক) সদস্যদের ভর্তি ফি, মাসিক ও বার্ষিক চাঁদা, বিভিন্ন সার্ভিস এবং সরকারি, বেসরকারী সংস্থা ও সমাজের দানশীল এবং বিত্তবান ব্যক্তিদের নিকট হইতে প্রাপ্ত দান/অনুদান/সাহায্য/যাকাত/ দ্বারা সমিতির তহবিল গঠিত হবে। উল্লেখ্য যাকাতের অর্থ তহবিল হিসাবে গ্রহন করা যাবে যাহা ইসলামী শরীয়া মোতাবেক ব্যয় হবে।

(খ) সমিতির সম্পদ এবং আয় কেবলমাত্র "শিউকস" এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ বাস্তবায়নের কাজে ব্যবহার করা যাবে।

(গ) সমিতির নামে যে কোন তফশিলি ব্যাংকে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের যৌথ নামে একটি ব্যাংক হিসাব খুলে তহবিলের অর্থ গচ্ছিত রাখতে হবে।

(ঘ)ব্যাংকহিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে সভাপতি এবংকোষাধক্ষ বা সাধারণ সম্পাদকেরযৌথ স্বাক্ষরে চেকের মাধ্যমে অর্থ উত্তোলন করতে হবে।

(ঙ) জরুরী প্রয়োজন মিটানোর জন্য অগ্রিহম তহবিল হিসেবে কোষাধক্ষ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত হাতে রাখতে পারবেন।

Scanned with CamScanner

(চ) আদায়কৃত কিংবা আহরিত সমুদয় অর্থ ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে সমিতির ব্যাংক হিসাবে জমা দিতে হবে।

(ছ) সকল প্রকার লেনদেন ক্ষেত্রেই অর্থবিধি প্রতিপালন করে হিসাব-নিকাশ সংরক্ষন করতে হবে।

(জ) সমিতির তহবিল বৃদ্ধিকল্পে বহুমুখী প্রকল্প/অনুষ্ঠান পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচী/অনুষ্ঠান এর আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

(ঝ) ২০,০০০/- (বিশ হাজার) বা তার অধিক টাকা লেনদেনর ক্ষেত্রে ক্রস চেকের মাধ্যমে দায়-পাওনার কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

(ঞ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমিতির তহবিল কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ও সভাপতির অনুমোদন এফডিআর করা যাবে।

<u>ধারা-৩৯: কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন পদ্ধতি ঃ</u>

(ক) কার্যনির্বাহী পরিষদেরসভায় ০৩(তিনি) সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য নির্বাচন কমিশনার এবং অপর দু'জন হবেন কমিশনার সদস্য।

(খ) নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত হালনাগাদ ভোটের তালিকা নির্বাচন কমিশন কমপক্ষে নির্বাচনের ৪৫ দিন পূর্বে প্রকাশ করবেন এবং সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার জন্য বিধি সম্মত কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

(গ) সমিতির শুধুমাত্র বৈধ সদস্যই ভোট প্রদানের জন্য যোগ্য হবেন। কোন সদস্যের নিকট সমিতিরচাঁদা সহ যে কোন ধরনের অর্থ পাওনা থাকলে তিনি নির্বাচনেপ্রতিদ্বন্দিতা করতে পারবেন না এবং ভোটদানের ও সুযোগ পাবেনা।

(ঘ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে একই ব্যক্তি পর পর ২ মেয়াদের বেশী প্রার্থী হতে পারবেন না।

(ঙ) নির্বাচন কমিশনের কোন সদস্য ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

(চ) নির্বাচন কমিশন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা করবেন।

(ছ) কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন পূর্বে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে এবং নির্বাচনী তফসিল ঘোষনার ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। এ অবস্থায় কোন একটি কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার কমপক্ষে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন পূর্বে নির্বাচনী তফসিল ঘোষনা করতে হবে। এ সকল বিষয় বিবেচনায় রেখে ১৫ নভেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন কমিশন গঠন পূর্বক নির্বাচন সম্পূর্ন করতে হবে। তবে প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা কোন অনাকাঙ্খিত উদ্ভূত পরিস্থিতির দরুন নির্বাচনের সময়সীমা বাড়ানো যেতে পারে এবং এ সময় বিদ্যমান কমিটি দায়িত্ব পালন করবে উলেক্ষযে তবে পরিস্থিতি ভালো হলে যথাশিগরী নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবেন ।

Scanned with CamScanner

ধারা-৪০: কার্যনির্বাহী পরিষদের শুন্যপদ পূরন ঃ

(ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্যের অসুস্থতা, বদলী, আদালত কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত কিংবা অন্য কোন করনে সভাপতির নিকট পদত্যাগ পত্র দাখিল করতে পারবেন। এরূপ ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদের পরবর্তী সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

(খ) পরিষদের কোন সদস্য ইচ্ছাকৃতভাবে একাধারে ৩টি সভায় অনুপস্থিত থাকলে "কেন তাঁর পদটি শুন্য ঘোষণা করা হবে না"এ মর্মে সভাপতি তাঁকে কারন দর্শাতে পারবেন। সন্তোষজনক জবাব পাওয়া না গেলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় বিষয়টির অনুমোদন নিতে হবে।

(গ) কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্যের মৃত্যুবরন ,বদলী, পদত্যাগ বা অন্য যে কোনো কারনে কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন পদ শূন্য বা খালি হলে সে ক্ষেত্রে সভাপতি মহাদয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্য যে কোন ব্যক্তিকে শূন্য বা খালি পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন তবে সাধারণ পরিষদের পরবর্তী সভায় বিষয়টি অনুমোদন নিতে হবে।

ধারা-৪১: মেয়াদ পূর্তির আগেই কার্যনির্বাহী পরিষদ ভেঙ্গে যাওয়া ও এডহক কমিটি গঠন ঃ

কোন বিশেষ অবস্থায় বা অনিবার্য কারনে যদি কার্যনির্বাহী পরিষদের গুরুত্বপূর্ন পদে (যেমন-সভাপতি,সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ) বা নির্বাচিত সদস্যগণ একযোগে পদত্যাগ করেন কিংবা সাধারণ পরিষদের অনাস্থার কারনে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হয়, তবে সেক্ষেত্রে সভাপতি সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বান করবেন এবং উক্ত সভায় কার্যনির্বাহী পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে অন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য এডহক কমিটি গঠন করবেন। এই এডহক কমিটিকে পরবর্তী নির্বাচনের ব্যবস্থা নিতে হবে। বিলুপ্ত কার্যনির্বাহী পরিষদ এডহক কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করবে। সমিতির এডহক কমিটি হবে ৫ বা ৭ সদস্য বিশিষ্ট এবং এ কমিটি অনুর্ধ ৩ (তিন) মাসের মধ্যে নির্বাচন কাজ সম্পন্ন করবেন। এ সময় এইএডহক কমিটি শুধুমাত্র দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করবে, কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে না।

ধারা-৪২: শৃংখলাভঙ্গজনিত কারনে ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ

কোন সদস্যের কার্যক্রম সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বা গঠনতান্ত্রিক চেতনা বা সম্প্রীতির পরিপন্থি মর্মে পরিষদের সভায় বিবেচিত হলে তাঁর বা তাঁদের বিরুদ্ধে শৃংখলা জনিত কারনে কার্যকরী পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ধারা-৪৩: অনাস্থা ঃ

(ক) সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক লিখিতভাবে সভাপতি বরাবর কার্যনির্বাহী পরিষদের এক বা একাধিক সদস্য কিংবা কার্যনির্বাহী পরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনা করা যাবে।

(খ) এরূপ ক্ষেত্রে সভাপতি ০৭ (সাত) দিনের নোটিশে সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বান করবেন। সভায় তিন-চতুর্থাংশ সদস্য দ্বারা অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে উক্ত সদস্য বা সদস্যদেরপদ বাতিল হয়ে যাবে অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদ ভেঙ্গে যাবে।

Scanned with CamScanner

ধারা-৪৪: গঠনতন্ত্রের সংশোধন ঃ

সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের ০৩(তিন) সপ্তাহ পূর্ব যে কোন সদস্য সভাপতি বরাবর লিখিতভাবে গঠনতন্ত্রের সংশোধনের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দাখিল করতে পারবেন। উপস্থিত সাধারণ পরিষদের সদস্যদের দুই-তৃতীয়ংশ সদস্য কর্তৃক সংশোধনী প্রস্থাবটি সমর্থিত হলে গঠনতন্ত্র সংশোধন হতে পারে।

ধারা-৪৫:এলাকা বিত্তিক উপকমিটি গঠন ঃ

সমিতির এলাকায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন মূলক প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবে এবং এ ধরনের প্রকল্প সুষ্ঠভাবে বাস্থবায়ন জন্য প্রয়োজনে শিবগঞ্জ উপজেলায় এলাকা ভিত্তিক উপকমিটি গঠন করা যাবে সেক্ষেত্রে নির্বাহী পরিষদের ২/৩ অংশ সদস্যের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

ধারা-৪৬: গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা ঃ

গঠনতন্ত্রের কোন ধারা বা উপধারা অকার্যকর বা অস্পষ্ট বলে দাবী বা বিতর্ক সৃষ্টি হলে তা আইনে নিস্পত্তি বা ব্যাখ্যা করার চূড়ান্ত এখতিয়ার সাধারণ পরিষদের থাকবে।

ধারা-৪৭: আয়-ব্যায় অডিট ঃ

(ক) আয়-ব্যায় নিরীক্ষের জন্য সমিতির অভ্যান্তরিন একটি অডিট কমিটি থাকবে এই কমিটির সদস্য থাকবে ৩জন(তিন) যাঁরা সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদ কতৃক মনোনীত হবেন।

(খ)সমিতির আয়-ব্যয় অনুমোদিত কোন অডিট ফার্ম/একজন অডিট বিশেষজ্ঞ কর্তৃক অডিট করাতে হবে এবং অডিট প্রতিবেদন অনুলিপি চাহিদামতো রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষকে প্রদান করতে হবে।

ধারা-৪৮: বিলুপ্তি ঃ

কোন সুনির্দিষ্ট কারনে মোট সাধারণ সদস্যদের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য সমিতির বিলুপ্তি চাইলে যথা নিয়মে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের বরাবরে আবেদন করতে হবে এবং নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা করবে তাই কার্যকর হবে। বিলুপ্তকালে সমিতির কোন দায়-দেনা বা ঋণ থাকলে সাধারণ সদস্যগনের সহযোগীতা ও প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য নিয়ে কার্যনির্বাহী পরিষদ তা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে। তবে সমিতির উদ্বৃত্ত অর্থ সম্পদ থাকলে তা কোন শিক্ষামূলক/সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে দান করা যাবে।

অনুমোদনঃ শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যাণ সমিতি,ঢাকা এর ২০ সেপ্টেম্বর-২০১৯ইং তারিখ রোজ শুক্রবার অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের সভায় অত্র গঠনতন্ত্র সর্বসমর্থনে অনুমোদিত হলো।

-সমাপ্ত-

Scanned with CamScanner

সম্প্রীতি কল্যাণ সমৃদ্ধি

শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যান্ সমিতি, ঢাকা।

গঠনতন্ত্র

সদস্যপদ লাভের পদ্ধতিঃ ধারা- ০৭ এর ক (i) উপধারা সংযোজন ক (ii)

ক (ii) সহযোগী সদস্যঃ শিবগঞ্জ উপজেলার অধিবাসী ছাত্র/ছাত্রী যারা ঢাকাস্থ যে কোন প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছেন এবং যাদের বয়স ১৮ বছরের উপর তারা সহযোগী সসস্য হতে পারবেন। সহযোগী সদস্য ভর্তি ফি ১০০.০০ (একশত) টাকা। সহযোগী সদস্য পদ লাভের জন্য ' শিউকস'র কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি বরাবর আবেদন করতে হবে। তাঁর আবেদন পত্রটি অনুমোদিত হলে তিনি সহযোগী সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন। তবে তাদের বাৎসরিক ১২০.০০ (একশত বিশ) টাকা চাদা দিতে হবে। তাদের কোন ভোটাধিকার থাকবে না। তবে তারা সমিতির যেকোন অনুষ্ঠানে বা কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত হতে পারবেন।

Scanned with CamScanner